গ্রাফিক

Part of the first batch of typefaces released with the launch of Commercial Type, Christian Schwartz's Graphik has grown in popularity and language support over the years. Arya Purohit brings its low contrast straightforwardness to the Bangla script, retaining the typical ball terminals alongside clean, simple stroke endings

PUBLISHED
2024

DESIGNED BY
ARYA PUROHIT
CHRISTIAN SCHWARTZ

CREATIVE DIRECTION
NOVEMBER

9 STYLES
9 WEIGHTS

FEATURES
PROPORTIONAL/TABULAR LINING FIGURES
PROPORTIONAL/TABULAR OLDSTYLE FIGURES
FRACTIONS (PREBUILT AND ARBITRARY)
SUPERSCRIPT/SUBSCRIPT

Graphik was inspired from all parts of the 20th century. The heavy end of the family is based in part on Paul Renner's Plak, while the lighter weights are more influenced by a "B-list" of sans serifs released by Eurpoean foundries in the twentieth century, such as Neuzeit Grotesk, Folio, Recta, and Maxima. None of these families were groundbreaking, but many of them had a certain quirky charm. Under the direction of Shiva Nallaperumal at November, Graphik was expanded with the Devanagari and Tamil scripts, in addition to Bangla, with the aim of matching its usage at both text and display sizes, wide range of weights, and appealing plainness, without adapting the actual letterforms from the Latin script.

গ্রাফিক বাংলা থিন
গ্রাফিক বাংলা এক্সট্রা লাইট
গ্রাফিক বাংলা লাইট
গ্রাফিক বাংলা রেগুলার
গ্রাফিক বাংলা মিডিয়াম
গ্রাফিক বাংলা সেমিবোল্ড
গ্রাফিক বাংলা বোল্ড
গ্রাফিক বাংলা ব্লেক
গ্রাফিক বাংলা সুপার

Graphik Bangla Thin
Graphik Bangla Extralight
Graphik Bangla Light
Graphik Bangla Regular
Graphik Bangla Medium
Graphik Bangla Semibold
Graphik Bangla Bold
Graphik Bangla Black
Graphik Bangla Super

অভ্যন্তরীণ ঔষধ
Calcutta Blue!

GRAPHIK BANGLA THIN, 70 PT

শিল্পীর ইশতেহার
My Interviews

GRAPHIK BANGLA EXTRALIGHT, 70 PT

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Bengal Tigers

GRAPHIK BANGLA LIGHT, 70 PT

স্থপতি কোম্পানি
Architecture?

GRAPHIK BANGLA REGULAR, 70 PT

গীতাঞ্জলি কবি
Nobel Prizes

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, 70 PT

নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী
Magnificent

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, 70 PT

বৈকুন্ঠের খাতা
Ancient Tale

GRAPHIK BANGLA BOLD, 70 PT

কাঞ্চনজঙ্ঘা?
Market Lane

GRAPHIK BANGLA BLACK, 70 PT

জঙ্গিপুর রোড
Modernism

GRAPHIK BANGLA SUPER, 70 PT

বহুবর্ণময়। তার কাব্য কখনও
রক্ষণশীল ধ্রুপদি শৈলীতে,
কখনও হাস্যোজ্জ্বল লঘুতায়,

GRAPHIK BANGLA THIN, 40 PT

ঘটনাবলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের
দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে।
আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে

GRAPHIK BANGLA EXTRALIGHT, 40 PT

এটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে
দেখা যায় পূর্ববর্তী গীতাঞ্জলি-

GRAPHIK BANGLA LIGHT, 40 PT

তবে তাঁর পরিচালিত পথের
পাঁচালী ও অশনি সংকেত
(১৯৭৩) ছবি দু'টির বিরুদ্ধে

GRAPHIK BANGLA REGULAR, 40 PT

সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে এবং অন্যত্র অসংখ্য পুরস্কার

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, 40 PT

রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য (কুলিক পক্ষীনিবাস নামেও পরিচিত) বৃহৎ জনসংখ্যার

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, 40 PT

নদিয়া রাজপরিবারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল কৃষ্ণনগর।

GRAPHIK BANGLA BOLD, 40 PT

এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম উপন্যাস। তবে এটি তার জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে

GRAPHIK BANGLA BLACK, 40 PT

অত্যন্ত একা বোধ করতে থাকেন ও খিটখিটে হয়ে যেতে থাকেন। বর্ষাকালে

GRAPHIK BANGLA SUPER, 40 PT

তবে মাঝেমধ্যে তাকে খেপিয়ে তুলতেও ছাড়ে না।
তারা কখনও কখনও চুপচাপ গাছতলায় বসে
Bengali folklore is rife with depictions of

GRAPHIK BANGLA THIN, 25 PT

তার সবচেয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে মেঘে
ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১) এবং
Ritwik Ghatak's harsher neo-realist style

GRAPHIK BANGLA EXTRALIGHT, 25 PT [ALTERNATE a]

জলপাইগুড়ি জেলার একটি শহর ও পৌরসভা
এলাকা। এটি জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহর
The Bauhaus in Shantiniketan (1921-23)

GRAPHIK BANGLA LIGHT, 25 PT

সমালোচনা এবং বিশেষ করে কোমল গান্ধার
এবং সুবর্ণরেখা'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে
Orijit Sen's pioneering graphik novel

GRAPHIK BANGLA REGULAR, 25 PT [ALTERNATE t]

**বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) সচরাচর এ রকম
লেখার দেখা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আছে
Snippets from a historical textbook!**

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, 25 PT

কাব্যিক উপন্যাস। সাহিত্যতত্ত্ববিদ সুকুমার
সেন সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্যপদ্যমিশ্রিত চম্পূ
Revolutionary activities will resume

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, 25 PT

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বহুবর্ণময়। তার কাব্য
কখনও রক্ষণশীল ধ্রুপদি শৈলীতে, কখন
Satyajit Ray’s self-composed piece

GRAPHIK BANGLA BOLD, 25 PT [ALTERNATE a]

অদ্বৈত মল্লবর্মন রচিত একই নামের বাংলা
সাহিত্যের একটি বিখ্যাত উপন্যাস ঋত্বিক
Depeche Mode’s show in Badlapur!

GRAPHIK BANGLA BLACK, 25 PT

আছে আসামান্য ঘটনাবলী, আছে বহু
মধুর সঙ্গীত- সব মিলিয়ে এক অনাবিল
The Chittagong Rebellion in 1930

GRAPHIK BANGLA SUPER, 25 PT [ALTERNATE t]

সূর্য সেনের পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রাম শহরের অস্ত্রাগার দুটো লুট করা, এরপর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা এবং এরপর সরকারি ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের ক্লাব ইউরোপিয়ান ক্লাবে হামলা চালানো। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটিশদের অস্ত্রশস্ত্র

GRAPHIK BANGLA THIN, 18 PT

পরিকল্পনা অনুযায়ী গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী পুলিশ অস্ত্রাগারের এবং লোকনাথ বাউলের নেতৃত্বে দশজনের একটি দল সাহায্যকারী বাহিনীর অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা গোলাবারুদের অবস্থান শনাক্ত করতে ব্যর্থ

GRAPHIK BANGLA EXTRALIGHT, 18 PT

ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা - এই নামের অধীনে সর্বমোট ৬৫ জন বিপ্লবী এই বিপ্লবে অংশ নেন। সফল বিপ্লবের পর বিপ্লবী দলটি পুলিশ অস্ত্রাগারে সমবেত হন এবং সেখানে মাস্টারদা সূর্য সেনকে মিলিটারী স্যালুট প্রদান করা হয়। সূর্য সেন জাতীয়

GRAPHIK BANGLA LIGHT, 18 PT

সূর্য সেন গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে, রাতে সেখানে বৈঠক করছিলেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, ব্রজেন সেন আর সুশীল দাসগুপ্ত। পুরস্কার টাকা বা ঈর্ষা, বা উভয়ের জন্য, ব্রজেন

GRAPHIK BANGLA REGULAR, 18 PT

সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্র নির্মাণের পর প্রায় এক যুগ বিরতি নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম শীর্ষক উপন্যাসের কাহিনীকে উপজীব্য করে ঋত্বিক ঘটক ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আগমন করে তিতাস

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, 18 PT

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অপরাজিত (১৯৫৬) চলচ্চিত্রে কিশোর অপুর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন । যদিও সত্যজিৎ ভেবেছিলেন যে তার চেহারা সঠিক, কিন্তু তিনি তাকে এই ভূমিকার জন্য অনেক বয়স্ক মনে করেছিলেন। সত্যজিৎ

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, 18 PT

এই সময় সত্যজিৎ শর্মিলা ঠাকুর নামে একটি মেয়ের সাথে পরিচিত হন, যিনি সম্প্রতি কলকাতার চিলড্রেনস লিটল থিয়েটারে (সিএলটি) একটি নৃত্য আবৃততিতে অভিনয় করেছিলেন। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে সম্পর্কিত,

GRAPHIK BANGLA BOLD, 18 PT

পথে এক বনে দুজনের সাক্ষাৎ হয় ও সেখানে ভূতের রাজা তাদের তিনটি বর দেন। প্রথম বরে তারা যখন ইচ্ছে মনোমতো খাবার পেতে সমর্থ হয়; দ্বিতীয় বরে দু-জোড়া জুতো ও দু-জনের হাতে হাতে তালি দিয়ে দেশবিদেশ ঘোরার ক্ষমতা পায়

GRAPHIK BANGLA BLACK, 18 PT

রূপকের আশ্রয় নিয়ে চলচ্চিত্রটিতে কিছু ধ্রুব সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটি গুপী গাইন বাঘা বাইন সিরিজের একটি চলচ্চিত্র। এর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে মূল শিল্পীদের সকল সংলাপ ছড়ার আকারে করা হয়েছে। তবে কেবল একটি

GRAPHIK BANGLA SUPER, 18 PT

GRAPHIK BANGLA LIGHT, MEDIUM, 16/23 PT

LIGHT

অরণ্যের দিনরাত্রি-তে নির্মাণকুশলতা প্রদর্শনশেষে সত্যজিৎ মনোযোগ দেন তৎকালীন বাঙালি বাস্তবতার মর্মমূলে, যখন বামপন্থী নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা সর্বত্র অনুভূত হচ্ছিল। সত্যজিৎকে প্রায়ই বলা হত তিনি সমসাময়িক ভারতীয় শহুরে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে উদাসীন। এর জবাবে ১৯৭০-এর দশকে তিনি কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনটি ছবি বানান যেগুলো "কলকাতা ত্রয়ী" নামেও

MEDIUM

পরিচিত: **প্রতিদ্বন্দ্বী** (১৯৭০), **সীমাবদ্ধ** (১৯৭১), **এবং জন অরণ্য** (১৯৭৫)। চলচ্চিত্র তিনটি আলাদাভাবে পরিকল্পনা করা হলেও বিষয়বস্তুর মিলের কারণে এগুলোকে একটি দুর্বল ত্রয়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী-র নায়ক এক আদর্শবাদী তরুণ স্নাতক যার মোহমুক্তি ঘটলেও ছবির শেষ পর্যন্ত সে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। জন অরণ্য-র নায়ক আরেক তরুণ যে জীবিকা নির্বাহের জন্য দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এবং সীমাবদ্ধ-র অর্থনৈতিকভাবে সফল প্রধান চরিত্রটি আরও লাভ করার জন্য সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দেয়। এগুলির মধ্যে **প্রতিদ্বন্দ্বী** ছবিতে সত্যজিৎ

MEDIUM

ভিন্ন ধরনের (elliptical) বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেন, যেখানে নেগেটিভ, স্বপ্নদৃশ্য ও হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাকের সহায়তা নেয়া হয়। এ ছাড়া ৭০-এর দশকে সত্যজিৎ তার নিজের লেখা জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক ফেলুদার ওপর ভিত্তি

MEDIUM

করে **সোনার কেল্লা** ও জয় বাবা ফেলুনাথ ছবি দুটিও নির্মাণ করেন। সত্যজিৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এই মন্তব্য করে যে একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি শরণার্থীদের বেদনা ও জীবন-অভিযাত্রার প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিলেন, তাদের নিয়ে

GRAPHIK BANGLA REGULAR, SEMIBOLD, 16/23 PT

REGULAR

অরণ্যের দিনরাত্রি-তে নির্মাণকুশলতা প্রদর্শনশেষে সত্যজিৎ মনোযোগ দেন তৎকালীন বাঙালি বাস্তবতার মর্মমূলে, যখন বামপন্থী নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা সর্বত্র অনুভূত হচ্ছিল। সত্যজিৎকে প্রায়ই বলা হত তিনি সমসাময়িক ভারতীয় শহুরে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে উদাসীন। এর জবাবে ১৯৭০-এর দশকে তিনি কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনটি ছবি বানান যেগুলো “কলকাতা ত্রয়ী” নামেও পরিচিত: **প্রতিদ্বন্দ্বী** (১৯৭০), **সীমাবদ্ধ** (১৯৭১), এবং জন **অরণ্য** (১৯৭৫)। চলচ্চিত্র তিনটি আলাদাভাবে পরিকল্পনা করা হলেও বিষয়বস্তুর মিলের কারণে এগুলোকে একটি দুর্বল ত্রয়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী-র নায়ক এক আদর্শবাদী তরুণ স্নাতক যার মোহমুক্তি ঘটলেও ছবির শেষ পর্যন্ত সে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। জন অরণ্য-র নায়ক আরেক তরুণ যে জীবিকা নির্বাহের জন্য দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এবং সীমাবদ্ধ-র অর্থনৈতিকভাবে সফল প্রধান চরিত্রটি আরও লাভ করার জন্য সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দেয়। এগুলির মধ্যে **প্রতিদ্বন্দ্বী** ছবিতে সত্যজিৎ ভিন্ন ধরনের (elliptical) বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেন, যেখানে নেগেটিভ, স্বপ্নদৃশ্য ও হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাকের সহায়তা নেয়া হয়। এ ছাড়া ৭০-এর দশকে সত্যজিৎ তার নিজের লেখা জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক ফেলুদার ওপর ভিততি করে **সোনার কেল্লা** ও জয় বাবা ফেলুনাথ ছবি দুটিও নির্মাণ করেন। সত্যজিৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এই মন্তব্য করে যে একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি শরণার্থীদের বেদনা ও জীবন-

BOLD

BOLD

BOLD

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, BOLD, 16/23 PT

REGULAR

অরণ্যের দিনরাত্রি-তে নির্মাণকুশলতা প্রদর্শনশেষে সত্যজিৎ মনোযোগ দেন তৎকালীন বাঙালি বাস্তবতার মর্মমূলে, যখন বামপন্থী নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা সর্বত্র অনুভূত হচ্ছিল। সত্যজিৎকে প্রায়ই বলা হত তিনি সমসাময়িক ভারতীয় শহুরে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে উদাসীন। এর জবাবে ১৯৭০-এর দশকে তিনি কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনটি ছবি বানান যেগুলো

BOLD

“কলকাতা ত্রয়ী” নামেও পরিচিত: **প্রতিদ্বন্দ্বী** (১৯৭০), **সীমাবদ্ধ** (১৯৭১), **এবং জন অরণ্য** (১৯৭৫)। চলচ্চিত্র তিনটি আলাদাভাবে পরিকল্পনা করা হলেও বিষয়বস্তুর মিলের কারণে এগুলোকে একটি দুর্বল ত্রয়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী-র নায়ক এক আদর্শবাদী তরুণ স্নাতক যার মোহমুক্তি ঘটলেও ছবির শেষ পর্যন্ত সে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। জন অরণ্য-র নায়ক আরেক তরুণ যে জীবিকা নির্বাহের জন্য দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এবং সীমাবদ্ধ-র অর্থনৈতিকভাবে সফল প্রধান চরিত্রটি আরও লাভ করার জন্য সমস্ত

BOLD

আদর্শ বিসর্জন দেয়। এগুলির মধ্যে **প্রতিদ্বন্দ্বী** ছবিতে সত্যজিৎ ভিন্ন ধরনের (elliptical) বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেন, যেখানে নেগেটিভ, স্বপ্নদৃশ্য ও হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাকের সহায়তা নেয়া হয়। এ ছাড়া ৭০-এর দশকে সত্যজিৎ তার নিজের লেখা জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীর

BOLD

নায়ক ফেলুদার ওপর ভিততি করে **সোনার কেল্লা** ও জয় বাবা ফেলুনাথ ছবি দুটিও নির্মাণ করেন। সত্যজিৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এই মন্তব্য করে যে একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে

GRAPHIK BANGLA REGULAR, SEMIBOLD, 10/14 PT

সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বহুমুখী। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৫ সালে বলেন যে সমালোচকেরা প্রায়ই তার বিরুদ্ধে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে, এক ধরন থেকে অন্য ধরনে ঘাসফড়িঙের মতো লাফ দেয়ার প্রবণতা প্রদর্শনের অভিযোগ করেন ও তার ছবিতে চেনাজানা কোন ধরন খুঁজে পান না যাতে তার গায়ে কোন একটি বিশেষ তকমা এঁটে দেয়া যায়। এ ব্যাপারে আত্ম-সমর্থন করে তিনি বলেন যে এই বহুমুখীতা তার নিজের চরিত্রেরই প্রতিফলন, এবং তার প্রতিটি ছবির পেছনে ঠাণ্ডা মাথায় নেয়া সিদ্ধান্ত কাজ করেছে।

সাহিত্যকর্ম

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যও একশান সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যজিৎ তার ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে লেখেন যখন ছোট ছিলাম (১৯৮২)। চলচ্চিত্রের ওপর লেখা তার প্রবন্ধের সংকলনগুলো হল: আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস (১৯৭৬), বিষয় চলচ্চিত্র (১৯৮২), এবং একেই বলে শুটিং (১৯৭৯)। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সত্যজিতের চলচ্চিত্র বিষয়ক নিবন্ধের একটি সঙ্কলন পশ্চিমে প্রকাশ পায়। এই বইটির নামও OUR FILMS, THEIR FILMS। বইটির প্রথম

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, BOLD, 10/14 PT

সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বহুমুখী। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৫ সালে বলেন যে সমালোচকেরা প্রায়ই তার বিরুদ্ধে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে, এক ধরন থেকে অন্য ধরনে ঘাসফড়িঙের মতো লাফ দেয়ার প্রবণতা প্রদর্শনের অভিযোগ করেন ও তার ছবিতে চেনাজানা কোন ধরন খুঁজে পান না যাতে তার গায়ে কোন একটি বিশেষ তকমা এঁটে দেয়া যায়। এ ব্যাপারে আত্ম-সমর্থন করে তিনি বলেন যে এই বহুমুখীতা তার নিজের চরিত্রেরই প্রতিফলন, এবং তার প্রতিটি ছবির পেছনে ঠাণ্ডা মাথায় নেয়া সিদ্ধান্ত কাজ করেছে।

সাহিত্যকর্ম

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যও একশান সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যজিৎ তার ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে লেখেন যখন ছোট ছিলাম (১৯৮২)। চলচ্চিত্রের ওপর লেখা তার প্রবন্ধের সংকলনগুলো হল: আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস (১৯৭৬), বিষয় চলচ্চিত্র (১৯৮২), এবং একেই বলে শুটিং (১৯৭৯)। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সত্যজিতের চলচ্চিত্র বিষয়ক

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, BLACK, 10/14 PT

সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বহুমুখী। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৫ সালে বলেন যে সমালোচকেরা প্রায়ই তার বিরুদ্ধে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে, এক ধরন থেকে অন্য ধরনে ঘাসফড়িঙের মতো লাফ দেয়ার প্রবণতা প্রদর্শনের অভিযোগ করেন ও তার ছবিতে চেনাজানা কোন ধরন খুঁজে পান না যাতে তার গায়ে কোন একটি বিশেষ তকমা এঁটে দেয়া যায়। এ ব্যাপারে আত্ম-সমর্থন করে তিনি বলেন যে এই বহুমুখীতা তার নিজের চরিত্রেরই প্রতিফলন, এবং তার প্রতিটি ছবির পেছনে ঠাণ্ডা মাথায় নেয়া সিদ্ধান্ত কাজ করেছে।

সাহিত্যকর্ম

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে "বার" শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যও একশান সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যজিৎ তার ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে লেখেন যখন ছোট ছিলাম (১৯৮২)। চলচ্চিত্রের ওপর লেখা তার প্রবন্ধের সংকলনগুলো হল: আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস (১৯৭৬), বিষয় চলচ্চিত্র (১৯৮২), এবং একেই বলে শুটিং (১৯৭৯)। ৯০-এর

GRAPHIK BANGLA BOLD, 10/14 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে "বার" শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের

GRAPHIK BANGLA BLACK, 10/14 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে "বার" শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের

GRAPHIK BANGLA REGULAR, 7/9 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যও একশান সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যজিৎ তার ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে লেখেন যখন ছোট ছিলাম (১৯৮২)। চলচ্চিত্রের ওপর লেখা তার প্রবন্ধের সংকলনগুলো হল: আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস (১৯৭৬), বিষয়

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, 7/9 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যও একশান সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যজিৎ তার ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে লেখেন যখন ছোট ছিলাম (১৯৮২)। চলচ্চিত্রের

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, 7/9 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যও একশান সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

GRAPHIK BANGLA REGULAR, 7/10 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ চিত্রনাট্যও একশান সাহিত্যপত্রে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্যজিৎ তার ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, 7/10 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। তার লেখা অধিকাংশ

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, 7/10 PT

সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি চরিত্রের স্রষ্টা। একটি হল প্রাতিজনিক গোয়েন্দা ফেলুদা, অন্যটি বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ পেত এবং সংকলনগুলোর শিরোনামে “বার” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত (যেমন একের পিঠে দুই, এক ডজন গপ্পো, ইত্যাদি)। ধাঁধা ও শব্দ-কৌতুক (PUN)-এর প্রতি তার আগ্রহ এ গল্পগুলোতে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ফেলুদাকে ধাঁধাঁর সমাধান বের করে কোন কেসের রহস্য উন্মোচন করতে হত। ফেলুদার বিভিন্ন গল্পে তার সঙ্গী উপন্যাস-লেখক জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলি), আর তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে হচ্ছে গল্পের বর্ণনাকারী, যার ভূমিকা অনেকটা শার্লক হোমসের পার্শ্বচরিত্র ডক্টর ওয়াটসনের মত। প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলো ডায়েরী আকারে লেখা, যে ডায়েরী বিজ্ঞানীটির রহস্যময় অন্তর্ধানের পর খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিতের ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে সত্যজিতের আগ্রহের ছাপ পড়ে, যে ব্যাপারগুলো তিনি চলচ্চিত্রে এড়িয়ে চলতেন। সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তার বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে

GRAPHIK BANGLA REGULAR, 9/12 PT

১৬ শতকে বাংলায় অবস্থানরত পর্তুগিজ মিশনারিরাই প্রথম বাংলা বই লেখার ক্ষেত্রে লাতিন বর্ণমালা ব্যবহার করেছিলেন। সবচেয়ে বিখ্যাত হল ক্রেপার জাক্সট্রার অর্থ, ভেদ এবং ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গাল্লা, ই পর্তুগিজ ডিভিডিডো এম ডুয়াস পার্টেস, উভয়ই মানুয়েল দা আস্সুম্পসাঁউ লিখেছেন। তবে, পর্তুগিজ ভিততিক রোমানীকরণ স্থায়ী হতে পারে নি। ১৮ শতকের শেষের দিকে, অগাস্টিন অসান্ট ফরাসি বর্ণমালার উপর ভিততি করে একটি রোমানাইজেশন স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। একই সময়ে, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তার বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের জন্য ইংরেজি ভিততিক একটি রোমানীকরণ স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। হ্যালহেডের পরে, ১৭৮৮ সালে বিখ্যাত ইংরেজ ফিলোলজিস্ট এবং প্রাচ্য পণ্ডিত উইলিয়াম জোনস বাংলা এবং সাধারণভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্য একটি রোমানীকরণ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন; তিনি এটি ১৮০১ সালে এশিয়াটিক রিসার্চেস জার্নালে প্রকাশ করেন। তার পরিকল্পনাটি রোমানীকরণের “জোনেসিয়ান সিস্টেম” হিসাবে পরিচিত হয় এবং পরবর্তী দেড় শতাব্দীর জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করে। লাহোর সরকারি কলেজের অধ্যাপক লাইটনার এর বিরোধিতা করেন। ১৯৪০-৫০ এর দশকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময়, তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের বিষয়ে অন্যান্য প্রস্তাবের সাথে বাংলার

GRAPHIK REGULAR, 9/12 PT

Portuguese missionaries stationed in Bengal in the 16th century were the first people to employ the Latin alphabet in writing Bengali books. The most famous are the Crepar Xaxtrer Orth, Bhed and the Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes, both written by Manuel da Assumpção. However, the Portuguese-based romanisation did not take root. In the late 18th century, Augustin Aussant used a romanisation scheme based on the French alphabet. At the same time, Nathaniel Brassey Halhed used a romanisation scheme based on English for his Bengali grammar book. After Halhed, the renowned English philologist and oriental scholar Sir William Jones devised a romanisation scheme for Bengali and other Indian languages in general; he published it in the Asiatick Researches journal in 1801. His scheme came to be known as the “Jonesian system” of romanisation and served as a model for the next century and a half. Professor Lightner of Lahore Government College opposed

GRAPHIK BANGLA MEDIUM, 9/12 PT

১৬ শতকে বাংলায় অবস্থানরত পর্তুগিজ মিশনারিরাই প্রথম বাংলা বই লেখার ক্ষেত্রে লাতিন বর্ণমালা ব্যবহার করেছিলেন। সবচেয়ে বিখ্যাত হল ক্রেপার জাক্সট্রার অর্থ, ভেদ এবং ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গাল্লা, ই পর্তুগিজ ডিভিডিডো এম ডুয়াস পার্টেস, উভয়ই মানুয়েল দা আস্সুম্পসাঁউ লিখেছেন। তবে, পর্তুগিজ ভিততিক রোমানীকরণ স্থায়ী হতে পারে নি। ১৮ শতকের শেষের দিকে, অগাস্টিন অসান্ট ফরাসি বর্ণমালার উপর ভিততি করে একটি রোমানাইজেশন স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। একই সময়ে, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তার বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের জন্য ইংরেজি ভিততিক একটি রোমানীকরণ স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। হ্যালহেডের পরে, ১৭৮৮ সালে বিখ্যাত ইংরেজ ফিলোলজিস্ট এবং প্রাচ্য পণ্ডিত উইলিয়াম জোনস বাংলা এবং সাধারণভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্য একটি রোমানীকরণ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন; তিনি এটি ১৮০১ সালে এশিয়াটিক রিসার্চেস জার্নালে প্রকাশ করেন। তার পরিকল্পনাটি রোমানীকরণের “জোনেসিয়ান সিস্টেম” হিসাবে পরিচিত হয় এবং পরবর্তী দেড় শতাব্দীর জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করে। লাহোর সরকারি কলেজের অধ্যাপক লাইটনার এর বিরোধিতা করেন। ১৯৪০-৫০ এর দশকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময়, তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

GRAPHIK MEDIUM, 9/12 PT

Portuguese missionaries stationed in Bengal in the 16th century were the first people to employ the Latin alphabet in writing Bengali books. The most famous are the Crepar Xaxtrer Orth, Bhed and the Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes, both written by Manuel da Assumpção. However, the Portuguese-based romanisation did not take root. In the late 18th century, Augustin Aussant used a romanisation scheme based on the French alphabet. At the same time, Nathaniel Brassey Halhed used a romanisation scheme based on English for his Bengali grammar book. After Halhed, the renowned English philologist and oriental scholar Sir William Jones devised a romanisation scheme for Bengali and other Indian languages in general; he published it in the Asiatick Researches journal in 1801. His scheme came to be known as the “Jonesian system” of romanisation and served as a model for the next century and a half. Professor Lightner

GRAPHIK BANGLA SEMIBOLD, 9/12 PT

১৬ শতকে বাংলায় অবস্থানরত পর্তুগিজ মিশনারিরাই প্রথম বাংলা বই লেখার ক্ষেত্রে লাতিন বর্ণমালা ব্যবহার করেছিলেন। সবচেয়ে বিখ্যাত হল ক্রেপার জাক্সট্রার অর্থ, ভেদ এবং ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গাল্লা, ই পর্তুগিজ ডিভিডিডো এম ডুয়াস পার্টেস, উভয়ই মানুয়েল দা আস্সুম্পসাঁউ লিখেছেন। তবে, পর্তুগিজ ভিততিক রোমানীকরণ স্থায়ী হতে পারে নি। ১৮ শতকের শেষের দিকে, অগাস্টিন অসান্ট ফরাসি বর্ণমালার উপর ভিততি করে একটি রোমানাইজেশন স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। একই সময়ে, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তার বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের জন্য ইংরেজি ভিততিক একটি রোমানীকরণ স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। হ্যালহেডের পরে, ১৭৮৮ সালে বিখ্যাত ইংরেজ ফিলোলজিস্ট এবং প্রাচ্য পণ্ডিত উইলিয়াম জোনস বাংলা এবং সাধারণভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্য একটি রোমানীকরণ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন; তিনি এটি ১৮০১ সালে এশিয়াটিক রিসার্চেস জার্নালে প্রকাশ করেন। তার পরিকল্পনাটি রোমানীকরণের “জোনেসিয়ান সিস্টেম” হিসাবে পরিচিত হয় এবং পরবর্তী দেড় শতাব্দীর জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করে। লাহোর সরকারি কলেজের অধ্যাপক লাইটনার এর বিরোধিতা করেন। ১৯৪০-৫০ এর দশকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময়, তৎকালীন

GRAPHIK SEMIBOLD, 9/12 PT

Portuguese missionaries stationed in Bengal in the 16th century were the first people to employ the Latin alphabet in writing Bengali books. The most famous are the Crepar Xaxtrer Orth, Bhed and the Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes, both written by Manuel da Assumpção. However, the Portuguese-based romanisation did not take root. In the late 18th century, Augustin Aussant used a romanisation scheme based on the French alphabet. At the same time, Nathaniel Brassey Halhed used a romanisation scheme based on English for his Bengali grammar book. After Halhed, the renowned English philologist and oriental scholar Sir William Jones devised a romanisation scheme for Bengali and other Indian languages in general; he published it in the Asiatick Researches journal in 1801. His scheme came to be known as the “Jonesian system” of romanisation and served as a model for the next century and a half. Professor Light-

GRAPHIK BANGLA BOLD, 9/12 PT

১৬ শতকে বাংলায় অবস্থানরত পর্তুগিজ মিশনারিরাই প্রথম বাংলা বই লেখার ক্ষেত্রে লাতিন বর্ণমালা ব্যবহার করেছিলেন। সবচেয়ে বিখ্যাত হল ক্রেপার জাক্সট্রার অর্থ, ভেদ এবং ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গাল্লা, ই পর্তুগিজ ডিভিডিডো এম ডুয়াস পার্টেস, উভয়ই মানুয়েল দা আস্সুম্পসাঁউ লিখেছেন। তবে, পর্তুগিজ ভিততিক রোমানীকরণ স্থায়ী হতে পারে নি। ১৮ শতকের শেষের দিকে, অগাস্টিন অসান্ট ফরাসি বর্ণমালার উপর ভিততি করে একটি রোমানাইজেশন স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। একই সময়ে, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তার বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের জন্য ইংরেজি ভিততিক একটি রোমানীকরণ স্কিম ব্যবহার করেছিলেন। হ্যালহেডের পরে, ১৭৮৮ সালে বিখ্যাত ইংরেজ ফিলোলজিস্ট এবং প্রাচ্য পণ্ডিত উইলিয়াম জোনস বাংলা এবং সাধারণভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্য একটি রোমানীকরণ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন; তিনি এটি ১৮০১ সালে এশিয়াটিক রিসার্চেস জার্নালে প্রকাশ করেন। তার পরিকল্পনাটি রোমানীকরণের “জোনেসিয়ান সিস্টেম” হিসাবে পরিচিত হয় এবং পরবর্তী দেড় শতাব্দীর জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করে। লাহোর সরকারি কলেজের অধ্যাপক লাইটনার এর বিরোধিতা করেন। ১৯৪০-৫০ এর দশকে বাংলা ভাষা

GRAPHIK BOLD, 9/12 PT

Portuguese missionaries stationed in Bengal in the 16th century were the first people to employ the Latin alphabet in writing Bengali books. The most famous are the Crepar Xaxtrer Orth, Bhed and the Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes, both written by Manuel da Assumpção. However, the Portuguese-based romanisation did not take root. In the late 18th century, Augustin Aussant used a romanisation scheme based on the French alphabet. At the same time, Nathaniel Brassey Halhed used a romanisation scheme based on English for his Bengali grammar book. After Halhed, the renowned English philologist and oriental scholar Sir William Jones devised a romanisation scheme for Bengali and other Indian languages in general; he published it in the Asiatick Researches journal in 1801. His scheme came to be known as the “Jonesian system” of romanisation and served as a model for the next century and a half. Professor

INDEPENDENT VOWELS

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ ঋ ৠ ঌ ৡ

CONSONANTS

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য র ৰ ৱ ল শ ষ স হ ড় ঢ় য়

NUMERALS

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

SIGNS

কু কূ কৃ কৄ কে কৈ কো কৌ ক্ কৗ কৢ কৣ টু

SYMBOLS & PUNCTUATION

৲ ৳ ৴ ৵ ৶ ৷ ৸ ৹ ৺ । ॥

HALF FORMS

্ব ্র ৎ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ
ব ভ ম য ল শ ষ স হ ড় ঢ় য়

RAKAR FORMS

ক্র খ্র গ্র ঘ্র ঙ্র চ্র ছ্র জ্র ঝ্র ঞ্র ট্র ঠ্র ড্র ঢ্র ণ্র ত্র থ্র দ্র ধ্র ন্র প্র ফ্র ব্র ভ্র ম্র
য্র র্র ল্র শ্র ষ্র স্র হ্র

RAKAR NUKTA FORMS

ড়্র ঢ়্র য়্র

CONJUNCTS

ক্ক ক্ট ক্ট্র ক্ত ক্ত্ব ক্ত্র ক্ন ক্ব ক্ম ক্ল ক্ষ্ন ক্ষ্ব ক্ষ্ম ক্ষ্র ক্স খ্ব গ্ন গ্‌ণ গ্‌দ গ্ধ
গ্ধ্ব গ্ধ্র গ্ন গ্ব গ্ম গ্ল ঘ্ন ঘ্ব ঙ্ক ঙ্ক্র ঙ্ক্ষ ঙ্ক্ষ্র ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ঘ্র ঙ্ম চ্চ চ্ছ
চ্ছ্ব চ্ছ্র চ্ঞ চ্ন চ্ব ছ্ব জ্জ জ্জ্ব জ্ঝ জ্ব ঝ্র ঞ্চ ঞ্চ্ব ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ট্ট ট্ট্র ট্ব ট্ম ট্র
ড্গ ড্ড ড্ব ড্ম ণ্ট ণ্ট্র ণ্ঠ ণ্ঠ্র ণ্ড ণ্ড্র ণ্ঢ ণ্ঢ্র ণ্ণ ণ্ন ণ্ব ণ্ম ত্র ত্ত ত্ত্ব ত্ত্র ত্থ ত্ন
ত্ব ত্ম ত্ল থ্ব দ্গ দ্ঘ দ্দ দ্দ্ব দ্দ্র দ্ধ দ্ধ্ব দ্ন দ্ব দ্ভ দ্ভ্র দ্ম ধ্ন ধ্ব ধ্ম ন্ট ন্ট্র ন্ঠ
ন্ড ন্ড্র ন্ত ন্ত্ব ন্ত্র ন্থ ন্থ্র ন্দ ন্দ্ব ন্দ্র ন্ধ ন্ধ্ব ন্ধ্র ন্ন ন্ব ন্ম ন্স ন্স্ট প্ট প্ত প্ত্র প্ন
প্প প্ম প্ল প্স ফ্ট ফ্র ফ্ল ব্জ ব্ঝ ব্ড ব্ঢ ব্দ ব্দ্র ব্ধ ব্ব ব্ভ ব্ল ভ্ল ম্ত ম্দ ম্ন
ম্প ম্প্র ম্ফ ম্ফ্র ম্ব ম্ব্র ম্ভ ম্ভ্র ম্ম ম্ল ল্ক ল্গ ল্ঘ ল্ট ল্ট্র ল্ড ল্ড্র ল্ঢ ল্দ
ল্ধ ল্প ল্ফ ল্ফ্র ল্ব ল্ম ল্ল শ্চ শ্ছ শ্ত শ্ন শ্ব শ্ম শ্ল ষ্ক ষ্ক্র ষ্ট ষ্ট্র ষ্ঠ ষ্ণ
ষ্প ষ্প্র ষ্ফ ষ্ব ষ্ম স্ক স্ক্র স্খ স্ট স্ট্র স্ত স্ত্ব স্ত্র স্থ স্ন স্প স্প্র স্প্ল স্ফ স্ব
স্ম স্ল হ্ন হ্ণ হ্ব হ্ম হ্ল ড়্গ গু জ্রু ন্তু ন্দ্রু প্তু ভ্রু ম্তু স্রু ল্গু শু শ্তু স্তু স্রু
স্লু হু জ্রু ন্দ্রু ভ্রু শ্রু স্রু স্লু

SIGNED CONJUNCTS

টি ঠি ক্টি ক্ট্রি ট্টি ট্ট্রি ট্বি ট্মি ট্রি ঠ্রি ণ্টি ণ্ট্রি ণ্ঠি ণ্ঠ্রি ন্টি ন্ট্রি ন্ঠি ঙ্টি
প্টি ফ্টি ল্টি ল্ট্রি ষ্টি ষ্ট্রি ষ্ঠি স্টি স্ট্রি র্টি র্ঠি র্ক্টি র্ক্ট্রি র্ট্টি র্ট্ট্রি র্ট্বি র্ট্মি র্ট্রি র্ঠ্রি
র্ণ্টি র্ণ্ট্রি র্ণ্ঠি র্ণ্ঠ্রি র্ন্টি র্ন্ট্রি র্ন্ঠি র্ঙ্টি র্প্টি র্ফ্টি র্ল্টি র্ল্ট্রি র্ষ্টি র্ষ্ট্রি র্ষ্ঠি র্স্টি র্স্ট্রি
টিঁ ঠিঁ ক্টিঁ ক্ট্রিঁ টিঁ ট্টিঁ ট্ট্রিঁ ট্বিঁ ট্মিঁ ট্রিঁ ঠিঁ ঠ্রিঁ ণ্টিঁ ণ্ট্রিঁ ণ্ঠিঁ ণ্ঠ্রিঁ ন্টিঁ ন্ট্রিঁ ন্ঠিঁ
ঙ্টিঁ প্টিঁ ফ্টিঁ ল্টিঁ ল্ট্রিঁ ষ্টিঁ ষ্ট্রিঁ ষ্ঠিঁ স্টিঁ স্ট্রিঁ টী ঠী ক্টী ক্ট্রী ট্টী ট্ট্রী ট্বী ট্মী
ট্রী ঠ্রী ণ্টী ণ্ট্রী ণ্ঠী ণ্ঠ্রী ন্টী ন্ট্রী ন্ঠী ঙ্টী প্টী ফ্টী ল্টী ল্ট্রী ষ্টী ষ্ট্রী ষ্ঠী
স্টী স্ট্রী র্টী র্ঠী র্ক্টী র্ক্ট্রী র্ট্টী ট্ট্র র্ট্বী র্ট্মী র্ট্রী র্ঠ্রী র্ণ্টী র্ণ্ট্রী র্ণ্ঠী র্ণ্ঠ্রী র্ন্টী র্ন্ট্রী র্ন্ঠী
র্ঙ্টী র্প্টী র্ফ্টী র্ল্টী র্ল্ট্রী র্ষ্টী র্ষ্ট্রী র্ষ্ঠী র্স্টী র্স্ট্রী র্ক্টীঁ র্ক্ট্রীঁ র্টীঁ র্ট্টীঁ র্ট্ট্রীঁ র্ট্বীঁ র্ট্মীঁ র্ট্রীঁ
র্ঠীঁ র্ণ্টীঁ র্ণ্ট্রীঁ র্ণ্ঠীঁ র্ণ্ঠ্রীঁ র্ন্টীঁ র্ন্ট্রীঁ র্ঙ্টীঁ র্প্টীঁ র্ফ্টীঁ র্ল্টীঁ র্ল্ট্রীঁ র্ষ্টীঁ র্ষ্ট্রীঁ র্ষ্ঠীঁ র্স্টীঁ র্স্ট্রীঁ
ট্টে ট্ট্রে ট্টে ট্ট্রে র্ট্টে র্ট্ট্রে র্ট্টে র্ট্ট্রে হ্

UPPERCASE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LOWERCASE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

STANDARD PUNCTUATION

¡!¿?.,:;…-–—()[]{}/|\&@*“”‘’·„,«»‹› §•¶†‡©℗®™

ALL CAP PUNCTUATION

¡¿-–—()[]{}/|\@«»‹›

LIGATURES

ff fi fl

PROPORTIONAL LINING
default figures

$£€¥1234567890¢ƒ%‰ª°#°<+=−×÷>≤≈≠±Δ≥′″

PROPORTIONAL OLDSTYLE

$£€¥1234567890

TABULAR LINING

$£€¥1234567890¢ƒ%‰<+=−×÷>≤≈≠≥

TABULAR OLDSTYLE

$£€¥1234567890

PREBUILT FRACTIONS

½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

NUMERATORS &
DENOMINATORS

H1234567890⁄1234567890

SUPERSCRIPT &
SUBSCRIPT

H1234567890 H1234567890

STYLISTIC ALTERNATES

at ß áăâäàāąåãţťŧ

ACCENTED UPPERCASE

ÁÂÀÄÅÃĂĀĄÅÆǼÇĆČĈĊĎĐÉÊÈËĚĖĒĘĞĜ
ĢĠĦĤÍÎÌÏĪĮĨĬĴĶŁĹĽĻĿÑŃŇŅŊÓÔÒÖÕŐŌØ
ØŒŔŘŖŠŚŞŜŞÞŤŢŦÚWÛÙÜŬŰŪŲŮŨẂŴẀ
ẄÝŶỲŸIJŽŹŻ

ACCENTED LOWER CASE

áâàäåãăāąåæǽçćčĉċďđéêèëěėēęğĝģġħĥ
íîìïīįĩĭĵķłĺľļŀñńňņŋóôòöõőōøǿœŕřŗßšśşŝşþť
ţŧúûùüŭűūųůũẃŵẁẅýŷỳÿijžźż

OPENTYPE FEATURES FAMILY WIDE	**DEACTIVATED**	**ACTIVATED**
ALL CAPS opens up spacing, moves punctuation up	Fish & ‘Chips’ for £24.65?	FISH & ‘CHIPS’ FOR £24.65?
PROPORTIONAL LINING default figures	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**
PROPORTIONAL OLDSTYLE	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**
TABULAR LINING	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**
TABULAR OLDSTYLE	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**	Sale Price: $3,460 €1,895 Originally: **$7,031 £9,215**
FRACTIONS ignores numeric date format	21/03/10 and 2 1/18 460/920	21/03/10 and 2 1⁄18 460⁄920
SUPERSCRIPT/SUPERIOR	x158 + y23 × z18 − a4260	$x^{158} + y^{23} \times z^{18} - a^{4260}$
SUBSCRIPT/INFERIOR	x158 ÷ y23 × z18 − a4260	$x_{158} \div y_{23} \times z_{18} - a_{4260}$
DENOMINATOR for making arbitrary fractions	0123456789 0123456789	0123456789 $_{0123456789}$
NUMERATOR for making arbitrary fractions	0123456789 0123456789	0123456789 ^{0123456789}
LANGUAGE FEATURE Română (Romanian) s accent	ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice	ÎNSUȘI conștiința științifice

OPENTYPE FEATURES ROMAN & ITALIC	**DEACTIVATED**	**ACTIVATED**
STYLISTIC SET 01 alternate a	Natural availability *gelatines*	Natural availability *gelatines*
STYLISTIC SET 02 alternate t	Natural availability *gelatines*	Natural availability *gelatines*
STYLISTIC SET 03 alternate ß	Schriftgießerei größter *außen*	Schriftgießerei größter *außen*
STYLISTIC ALTERNATES Illustrator/Photoshop	Natural *availability größerer*	Natural *availability größerer*

STYLES INCLUDED IN COMPLETE FAMILY

Graphik Bangla Thin
Graphik Bangla Extralight
Graphik Bangla Light
Graphik Bangla Regular
Graphik Bangla Medium
Graphik Bangla Semibold
Graphik Bangla Bold
Graphik Bangla Black
Graphik Bangla Super

SUPPORTED LANGUAGES (BANGLA)

Bengali, Bishnupriya, Chittagonian, Hajong, Manipuri, Rangpuri

SUPPORTED LANGUAGES (LATIN)

Afrikaans, Albanian, Asturian, Basque, Bosnian, Breton, Catalan, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, German, Greenlandic, Guarani, Hawaiian, Hungarian, Ibo, Icelandic, Indonesian, Irish, Gaelic, Italian, Kurdish, Latin, Latvian, Lithuanian, Livonian, Malagasy, Maltese, Maori, Moldavian, Norwegian, Occitan, Polish, Portuguese, Romanian, Romansch, Saami, Samoan, Scots, Scottish Gaelic, Serbian (Latin), Slovak, Slovenian, Spanish (Castillian), Swahili, Swedish, Tagalog, Turkish, Walloon, Welsh, Wolof

CONTACT

Commercial Type
277 Grand Street, Fl 3
New York, New York 10002

office 212-604-0955
www.commercialtype.com

COPYRIGHT

© 2024 Commercial Type.
All rights reserved.
Commercial® and Graphik® are registered trademarks of Schwartzco Inc., dba Commercial Type.

This file may be used for evaluation purposes only.

ABOUT THE DESIGNER

Arya Purohit (born 1991) is a graphic and typeface designer from Mumbai, India. After completing undergraduate studies from DJ Academy of Design and Ecole Intuit Lab he intered at Seenk, Paris. He began designing typefaces in 2015 and worked with Shiva Nallaperumal on the Indic components of the Oli Multiscript family published by Typotheque. He has worked with various clients on custom Indic typefaces and has designed for Devanagari, Gujarati, Bangla, Latin, Tamil and Malayalam scripts. He has worked with November on typefaces and lettering for clients like Uber, PhonePe, NBA and Domino's.

Christian Schwartz (born 1977) is a partner, with London-based designer Paul Barnes, in the type foundry Commercial Type, and heads up the company's New York office. Schwartz has published fonts with many respected independent foundries including House Industries, Emigre, and Font Bureau, and has designed proprietary typefaces for corporations and publications worldwide. Schwartz and Barnes began an ongoing collaboration in 2005 in their extensive typeface system for The Guardian, and together with their team have completed custom typefaces for clients including *Esquire*, the Museum of Modern Art (MoMA) in New York, Google, and *Vanity Fair*.